শুভেচ্ছা

জন্মদিন

শুভ জন্মদিনের অনেক ভালোবাসা ও অনেক আশীর্বাদ তোকে শ্রীনিকা। ঈশ্বরের কাছে তোর সুস্থ সুন্দর জীবন ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। – মা–বাবা, দাদাই–ঠাইমা, দাদা–দিদান, মামাই–মিমি, কাকাই ও দাদাভাই, বাবুপাড়া, শিলিগুড়ি।

আজ চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নেইমার–এমবাপে বনাম ডি ব্রুয়েন–ফোডেন

ফাইনালে ওঠার এমন সুযোগ হারাতে চাই না : গুয়ার্দিওলা

ম্যাঞ্চেস্টার, ৩ মে : গত সপ্তাহে পার্ক দ্য প্রিন্সেসে ৬৪ মিনিট পর্যন্ত পিছিয়ে থেকেও চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালের প্রথম লেগে ২–১ গোলে প্যারিস সাঁ জাঁ–কে হারিয়েছিল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। রাত পেরোলেই এতিহাদ স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় লেগ। সামনে গতবারের ফাইনালিস্ট হলেও প্যারিস সাঁ জাঁ–র ঘরের মাঠে পাওয়া জোড়া অ্যাওয়ে গোলের সুবাদে নিশ্চিতভাবেই অ্যাডভান্টেজ সিটিজেন্সরা। এগিয়ে থাকায় ফাইনালে ওঠার এহেন সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করতে চান না ম্যান সিটির কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা।

২০১৬ সালে ম্যান সিটিতে আসার পর আকাশি–নীল জার্সিধারীদের জোড়া ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ সহ একাধিক খেতাব দিলেও ম্যান সিটিকে এখনও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ দিতে পারেননি গুয়ার্দিওলা। এমনকি ম্যান সিটির কোচ হিসেবে এবারই প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালের পর্ব পেরোতে পেরেছেন বার্সেলোনা ও বায়ার্ন মিউনিখের এই প্রাক্তন কোচ। গত কয়েক বছরের শক্ত গাঁট পেরোনোর পর এবং সেমিফাইনালে প্রথম লেগ জিতে যাওয়ায় গুয়ার্দিওলা এখনই শুধুই ফাইনালে ওঠা নিয়ে ভাবছেন। এতিহাদ স্টেডিয়ামে কিলিয়ান এমবাপে, নেইমারদের মুখোমুখি হওয়ার আগে এই প্রসঙ্গে গুয়ার্দিওয়া বলেছেন, 'ফাইনালে ওঠার দুর্দান্ত সুযোগ রয়েছে আমাদের। যা আমরা হারাতে চাই না। আমার বিশ্বাস, ছেলেরা ভালো খেলবে। ওরা জানে, এই লড়াইটা অত্যন্ত কঠিন হতে চলেছে। কিন্তু ছেলেদের উপর আমার বিশ্বাস রয়েছে। গত সাত মাস দল হিসেবে আমরা দুর্দান্ত পারফর্ম করছি। নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী খেলতে পারলে ফাইনালে না ওঠার কোনও কারণ নেই। ছেলেদের থেকে এক্সট্রা অর্ডিনারি কোনও ফুটবল চাইছি না। কেননা ইপিএলেও বেশ কিছু কঠিন ম্যাচ রয়েছে আমাদের।'

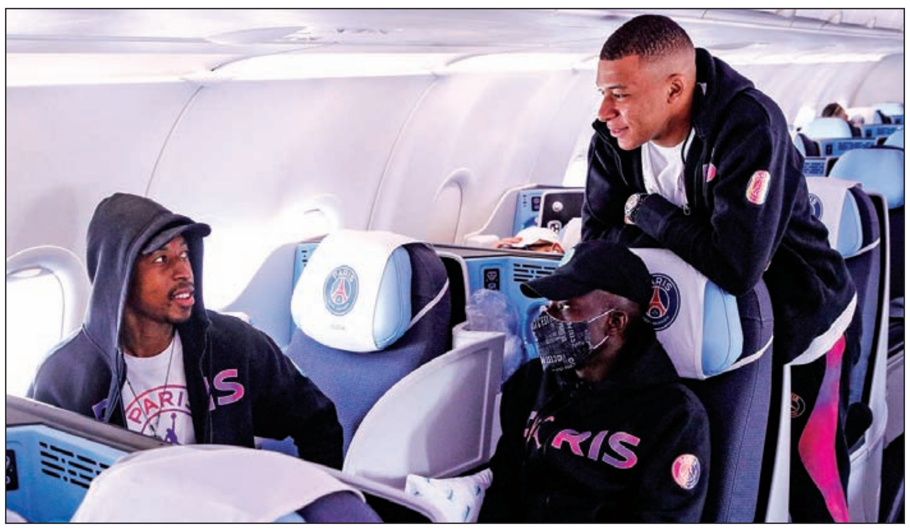

সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগ খেলতে ম্যাঞ্চেস্টারের পথে নেইমার, কিলিয়ান এমবাপেরা। –টুইটার

আত্মবিশ্বাসী হলেও টমাস টুচেল ব্রিগেডকে একেবারেই হালকাভাবে নিচ্ছেন না গুয়ার্দিওলা। তাঁর কথায়, 'প্যারিসে দ্বিতীয়ার্ধে আমরা যে ফুটবল খেলেছি সেটা এতিহাদ স্টেডিয়ামে পুরো ৯০ মিনিট নেইমাররা আমাদের খেলতে দেবে সেটা একেবারেই আশা করছি না। প্যারিস অত্যন্ত কঠিন প্রতিপক্ষ। কিন্তু আমাদের কাছে দুটো অ্যাওয়ে গোলের অ্যাডভান্টেজ রয়েছে। ফলে কিছুটা এগিয়ে আছি বলতে পারেন। এখন বাকিটা ছেলেদের হাতে। ওরা যদি চায় ম্যান সিটির ইতিহাসে নিজেদের নামটা স্বর্ণাক্ষরে লিখতে পারে।'

গত সপ্তাহে প্যারিসে প্রথমার্ধে না চললেও বিরতির পর কেভিন ডি ব্রুয়েন কার্যত একাই শেষ করে দেন এমবাপেদের। মঙ্গলবারও এই বেলজিয়ান মিডফিল্ডারই সবচেয়ে বড় বাজি পেপের। শুধু ডি ব্রুয়েন নন, পেপের মগজাস্ত্রের কল্যাণে পুরো দলটাই তেল খাওয়া মেশিনের মতো চলছে। শনিবার ম্যান সিটির সামনে ইপিএল জেতার সুযোগ রয়েছে। তার আগে মঙ্গলবার–রাতে পেপের ট্যাকটিক্স ঠিকঠাক কাজ করলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালের টিকিটটাও চলে আসবে।

ম্যান সিটির মতো প্যারিস সাঁ জাঁ–র সামনেও ঘরোয়া লিগ জেতার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু আপাতত লিগ ওয়ান নয়, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালের টিকিট জোগাড় করাই চ্যালেঞ্জ পিএসজি কোচ টুচেলের। গত সপ্তাহে মার্কুইনোসের গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর অনেকেই ভেবেছিলেন, জিতেই দ্বিতীয় লেগে পা রাখবে পিএসজি। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে পেপের স্ট্র্যাটেজিতে মাত হয়ে যান টুচেল। মঙ্গলবারও ম্যান সিটির ডাগআউটে গুয়ার্দিওলা থাকবেন। তাঁর ট্যাকটিক্সের জবাব তৈরি না থাকলে গত মঙ্গলবারের মতো আরও একটা কালো রাত অপেক্ষা করে থাকবে টুচেলের জন্য। লিগ ওয়ানে লেন্সের বিরুদ্ধে এমবাপেকে বিশ্রামে রেখেছিলেন টুচেল। মঙ্গলবার এমবাপে, নেইমারের মঙ্গে আপফ্রন্টে অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়াকে খেলাবেন পিএসজি কোচ। এই ত্রিফলার উপরই পিএসজি–র টানা দ্বিতীয়বার ফাইনালে ওঠা নির্ভর করবে। ম্যান সিটিকে হারানোর জন্য মাঠের মধ্যে মরতেই রাজি–দুই দিন আগে এমনটাই জানিয়েছিলেন নেইমার। গুয়ার্দিওলা ব্রিগেডের সামনে মঙ্গলবার যে নিজেদের সেরা খেলাটাই নেইমারদের দিতে হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

জুভেন্তাসের দাপট উড়িয়ে চ্যাম্পিয়ন ইন্টার মিলান

মিলান, ৩ মে : নয়ে নয় হয়েছিল। কিন্তু দশে দশ করতে পারল না জুভেন্তাস। চার ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরি আ–তে চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেল ইন্টার মিলান। ২০০৯–'১০ মরশুমের পর প্রথমবার লিগ পেল মিলানের এই ক্লাব। জুভেন্তাস যে এবার চ্যাম্পিয়ন হতে পারবে না, তা অবশ্য আগের রাউন্ডের পরই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। শীর্ষে থাকা ইন্টারকে খাতায়–কলমে পেছনে ফেলার সুযোগ ছিল একমাত্র আটালান্টার। কিন্তু রবিবার রাতে সাসুলোর সঙ্গে ১–১ গোলে ড্র করে সেই সুযোগ হাতছাড়া করে ফেলে তারা। ফলে শনিবার ক্রোটোনের বিরুদ্ধে ২–০ গোলে জেতা ইন্টার এবারের লিগে নিজেদের নাম লিখে ফেলে। ক্রিশ্চিয়ান এরিকসেন ও আশরাফ হাকিমি গোলদুটি করেন। ৩৪ ম্যাচ থেকে ৮২ পয়েন্ট পেয়েছে তারা। সমসংখ্যক ম্যাচে ৬৯ পয়েন্ট পেয়েছে আটালান্টা, জুভেন্তাস ও এসি মিলান। সমান পয়েন্ট নিয়েও গোলপার্থক্যের বিচারে যথাক্রমে দুই, তিন ও চারে রয়েছে তিন ক্লাব। ফলে তারা শেষ চার ম্যাচে পুরো পয়েন্ট পেলে এবং ইন্টার সব ম্যাচ হারলেও লিগ শীর্ষেই থাকবেন আন্তোনিও কন্তের ছেলেরা।

গতবার এক পয়েন্টের জন্য লিগ জিততে পারেনি কন্তের ইন্টার। এবারের সাফল্যের পেছনে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্যায় থেকে ছিটকে যাওয়াকে অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এই ইতালিয়ান কোচ। তাঁর কথায়, 'চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বিদায় নেওয়ার পর আমরা সমালোচনার মুখে পড়ি। চলতি মরশুমে এটা আমাদের জন্য একটা বিশেষ মুহূর্ত। ওই সমালোচনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা ঘুরে দাঁড়িয়েছি।' এখনও জুভেন্তাসের সঙ্গে ইন্টারের ম্যাচ বাকি। কন্তের পুরোনো ক্লাব চ্যাম্পিয়ন্স লিগের যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে কি না, তার অনেকটাই ওই ম্যাচের ফলের উপর নির্ভর করছে।

বেলের হ্যাটট্রিকে জয়ী টটেনহ্যাম

লন্ডন, ৩ মে : গ্যারেথ বেলের হ্যাটট্রিকে ভর করে শেফিল্ড ইউনাইটেডকে ৪–০ গোলে উড়িয়ে দিল টটেনহ্যাম হটস্পার। দলের হয়ে অন্য গোলটি করেন সন হিউং–মিন। ৫১ মিনিটে সনের একটি গোল ভিএআর বাতিল না করলে টটেনহ্যামের জয়ের ব্যবধান আরও বাড়ত। ৩৪ ম্যাচে ৫৬ পয়েন্ট পেয়েছে লন্ডনের ক্লাবটি। ২০১২ সালের ডিসেম্বরের পর প্রথমবার প্রিমিয়ার লিগে হ্যাটট্রিক করলেন বেল। সবমিলিয়ে নিজের শেষ হ্যাটট্রিক করেছিলেন ২০১৮ সালে ক্লাব বিশ্বকাপে। সেবার সেমিফাইনালে কাশিমা অ্যান্টলার্সের জালে তিনবার বল জড়িয়েছিলেন তিনি। চলতি মরশুমে লিগ টেবিলের তলায় থাকা শেফিল্ডের বিরুদ্ধে ৩৬, ৬১ ও ৬৯ মিনিটে গোলগুলি করেন ওয়েলস উইজার্ড। ৭৭ মিনিটে চতুর্থ গোলটি আসে সনের পা থেকে। টটেনহ্যামের হয়ে এমন পারফরমেন্সের জন্য বহু সমর্থকই চাইছেন, ক্লাবেই থাকুন বেল। হ্যাটট্রিক নিয়ে ওয়েলসের এই তারকার বক্তব্য, 'সুযোগ কাজে লাগাতে পেরে খুশি। এবং খুশি থাকলে আমি ভালো খেলি।'

জয়ন্ত আইসিইউ–তে

গুয়াহাটি, ৩ মে : করোনা সংক্রামিত হয়ে আশঙ্কাজনক অলিম্পিয়ান তিরন্দাজ জয়ন্ত তালুকদার। ২০০৬ ও ২০১০ এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জজয়ী দলের সদস্য জয়ন্ত শ্বাসকষ্ট নিয়ে গুয়াহাটির হাসপাতালে আইসিইউ–তে ভরতি।

বন্ধ প্রশিক্ষণ শিবির

কোচবিহার, ৩ মে : করোনা বিধিনিষেধে প্রশিক্ষণ শিবির বন্ধ রাখল কোচবিহার ফুটবল অ্যাকাডেমি। সংস্থার তরফে কোচবিহারের আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজের মাঠে প্রায় ৬০ জন শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে ফুটবলের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সংস্থার সচিব সমীর ঘোষ জানান, করোনা সংক্রমণ বাড়ছে।

গোলের সেলিব্রেশন লিওনেল মেসির। রবিবার রাতে।

মেসির জোড়ায় জয়

বার্সেলোনা, ৩ মে : রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে ভ্যালেন্সিয়াকে ৩–২ গোলে হারিয়ে লা লিগায় খেতাব জয়ের দৌড়ে প্রবলভাবে লিওনেল মেসির বার্সেলোনা। রবিবার রাতে পেনাল্টি মিস করার পরও জোড়া গোল করে নায়ক সেই মেসিই। এই জয়ের ফলে রিয়াল মাদ্রিদের মতো ৩৪ ম্যাচে ৭৪ পয়েন্ট থাকলেও হেড–টু–হেডের বিচারে তৃতীয় স্থানে রয়েছে বার্সেলোনা। সমসংখ্যক ম্যাচে ২ পয়েন্ট বেশি নিয়ে ৭৬ পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। গ্যাব্রিয়েল পৌলিস্তার গোলে ৫০ মিনিটে লিড নিয়েছিল ভ্যালেন্সিয়া। ৭ মিনিট পরই সমতায় ফেরান বার্সার নয়নের মণি। ৬৯ মিনিটে ফের গোল করে কাতালান ক্লাবকে এগিয়ে দেন সেই মেসিই। ৬৩ মিনিটে লিড বাড়ান আতোঁয়া গ্রিজম্যান। ৮৪ মিনিটে কার্লোস সোলার ব্যবধান কমালেও বার্সার জয় আটকায়নি।

অধিনায়ক বদল করে সমাধান হবে না : নেহেরা

নয়াদিল্লি, ৩ মে : মরশুমের মাঝপথে অধিনায়ক বদল। আইপিএলে নতুন ঘটনা নয়। গতবার কলকাতা নাইট রাইডার্স হেঁটেছিল। এবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। খারাপ পারফরমেন্স থেকে ঘুরে দাঁড়াতে সানরাইজার্স ফ্র্যাঞ্চাইজি অধিনায়কের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে ডেভিড ওয়ার্নারকে। বদলে দায়িত্ব তুলে দিয়েছে কেন উইলিয়ামসনের কাঁধে।

তবে অধিনায়ক বদলে পারফরমেন্স গ্রাফে উন্নতি সম্ভব নয় বলেই মনে করেন আশিস নেহেরা। ভারতের প্রাক্তন বাঁহাতি পেসারের কথায়, '২০১৪ সালে শিখর ধাওয়ানকে সরিয়ে ড্যারেন সামিকে দায়িত্বে এনেছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। তেমন লাভ হয়নি। গতবার দীনেশ কার্তিকের বদলে ইয়োন মরগ্যানের হাতে দায়িত্ব তুলে দিয়েছিল কেকেআর। তাতে সমস্যা মেটেনি। উইলিয়ামসন অধিনায়ক হওয়ায় সানরাইজার্সের ছবিটা আমূল বদলে যাবে মনে করি না।'

দলের ব্যর্থতার জন্য টিম ম্যানেজমেন্টকে কাঠগড়ায় তুলেছেন তিনি। কেন গত মরশুমে ছাঁটাই করা টম মুডিকে ফের কোচিং টিমে ফেরানো হল, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন নেহেরা। বলেছেন, '২০১৫ সালের পর আইপিএলে সবচেয়ে উন্নতি করেছে হায়দরাবাদ। কিন্তু গত মরশুম থেকে টিম ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্তহীনতার প্রভাব দলের খেলায় পড়ছে।' একই সুর প্রাক্তন নিউজিল্যান্ড তারকা তথা ধারাভাষ্যকার সাইমন ডুলের গলাতেও। সানরাইজার্সের টিম ম্যানেজমেন্টের ভুল বোঝাবুঝির ফল ওয়ার্নার, কেনদের ভুগতে হবে বলে মনে করেন তিনি।

ওয়ার্নারকে নিয়ে ধোঁয়াশা বাড়ালেন কেনও

বেইলিস–লক্ষ্মণের সঙ্গে সংঘাতেই ছাঁটাই

রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে বাদ পড়ায় কতটা ভেঙে পড়েছেন, ডেভিড ওয়ার্নারকে দেখে তা স্পষ্ট।

নয়াদিল্লি, ৩ মে : মরার ওপর খাঁড়ার ঘা।

একদিকে টানা হারে জেরবার। পয়েন্ট টেবিলের সবার শেষে স্থান। তার ওপর ডেভিড ওয়ার্নার বিতর্কে আরও নাজেহাল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ শিবির। টানা ব্যর্থতা আটকাতে পরিবর্তনের জিগির তুলে দুই দিন আগে হঠাৎ করে অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় ওয়ার্নারকে। দায়িত্বে আনা হয় কেন উইলিয়ামসনকে। এমনকি রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে রবিবারের ম্যাচে প্রথম একাদশেও ঠাঁই হয়নি ওয়ার্নারের।

জোড়া পদক্ষেপের পিছনে বড়সড়ো রহস্যের গন্ধ। সূত্রের খবর কোচ ট্রেভর বেইলিস, মেন্টর ভিভিএস লক্ষ্মণদের সঙ্গে মনোমালিন্য চলছিল ওয়ার্নারের। দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচে মণীশ পান্ডের বাদ পড়ার পর প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ওয়ার্নার বলেও দেন, দল নির্বাচনে তার কোনও ক্ষমতা নেই। পুরোটাই চালান বেইলিস–লক্ষ্মণের নির্বাচক জুটি। প্রকাশ্যে মুখ খোলার জেরেই টিম ম্যানেজমেন্টের কড়া পদক্ষেপ। ছাঁটাই হতে হয়েছে ওয়ার্নারকে।

প্রশ্ন ঝুলছে ওয়ার্নারের আইপিএল ভবিষ্যৎ নিয়েও। ডেল স্টেইনের দাবি, হায়দরাবাদের হয়ে এটাই শেষ মরশুম হতে চলেছে ওয়ার্নারের। এক সাক্ষাৎকারে দক্ষিণ আফ্রিকার তারকা পেসার বলেছেন, 'ডেভিড হয়তো ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। যা পছন্দ হয়নি তাদের। মনে হচ্ছে পর্দার আড়ালে হওয়া ঝামেলাটা বেশ বড়সড়োই। দলের অধিনায়কত্ব বদল হতেই পারে। কিন্তু প্রথম একাদশে ওয়ার্নারকে না রাখা আমাকে বেশ অবাক করেছে। সবকিছু দেখেশুনে মনে হচ্ছে পরের আইপিএলে হায়দরাবাদের জার্সিতে হয়তো দেখা যাবে না ওয়ার্নারকে।'

অজয় জাদেজা আবার দাবি করেছেন, দলের রাশ ছিল না ওয়ার্নারের হাতে। বলেছেন, 'টিম ম্যানেজমেন্ট বা অন্য কেউ পিছন থেকে দলটাকে পরিচালনা করত হয়তো। সম্ভবত ওয়ার্নারের কোনও নিয়ন্ত্রণই ছিল না। পুরো ক্ষমতা যে ওকে দেওয়া হয়নি, তা বেশ স্পষ্ট। ওয়ার্নার নিজেও বলেছে, প্রথম একাদশ গড়াতে ওর ভূমিকা নেই। দিল্লি ম্যাচে মণীশ বাদ পড়ার পর ক্ষোভও প্রকাশ করেছিল।'

কমেন্টেটর তথা প্রাক্তন কিউয়ি পেসার সাইমন ডুলের গলাতেও প্রায় একসুর। বলেছেন, 'মণীশকে বাদ দেওয়া নিয়ে ওয়ার্নার পরিষ্কার বলেছিল, এটা ওর সিদ্ধান্ত নয়। ক্ষোভ প্রকাশের মূল্য চোকাতে হচ্ছে ওকে।' প্রসঙ্গত, মণীশ বাদ প্রসঙ্গে ওয়ার্নার বলেছিলেন, 'প্রথম একাদশ বাছাইয়ের পুরো সিদ্ধান্তটাই নির্বাচকদের (পড়ুন বেইলিস আর লক্ষ্মণ) ওপর নির্ভরশীল। মণীশকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত খারাপ ছিল।'

কোচ বেইলিস আবার ওয়ার্নারকে ছাড়াই আগামী ২–১টা ম্যাচে দল নামানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন। নিজের যুক্তির সাফাই দিয়ে বলেছেন, 'কঠিন ও বড় সিদ্ধান্ত (ওয়ার্নারকে বাদ দেওয়া)। আসলে আমরা পরিবর্তন এনে নতুন কিছুর চেষ্টা করছি। মূল লক্ষ্য বাড়তি বোলিং অপশন তৈরি। এই দলটাকে আরও একটা–দুটো সুযোগ দিয়ে দেখব। তারপর ফের রদবদলের ভাবনা।' অর্থাৎ, আগামীকাল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধেও ওয়ার্নারকে প্রথম একাদশে না দেখা গেলে অবাক হওয়ার থাকবে না।

ধোঁয়াশা বাড়িয়েছে কেন উইলিয়ামসনের বক্তব্য। রবিবার হারের পর হায়দরাবাদের বর্তমান অধিনায়ক বলেছেন, 'জেতা–হারার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটা শক্তিশালী দল গড়ে তোলা। যে কোনও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া জরুরি। ওয়ার্নার বিশ্বমানের খেলোয়াড়। সবকিছুই ওর সামনেই রয়েছে। আশা করি, আলোচনার মধ্যে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হবে।' উইলিয়ামসনের কথায় পরিষ্কার সমস্যা রয়েছে। আর সেই সমস্যা নিয়েই যত জল্পনা–কল্পনা, বিতর্ক।

অজি প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ স্লেটারের

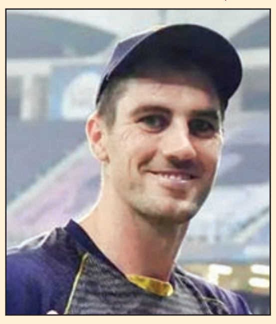

দুই প্রতিবাদী– প্যাট কামিন্স ও মাইকেল স্লেটার।

মোদির তহবিলে নয়, ইউনিসেফকে টাকা দেবেন কামিন্স

নয়াদিল্লি, ৩ মে : ভারতের পিএম কেয়ার্স ফান্ড নিয়ে রহস্যের অন্ত নেই। সেই রহস্যে নতুন মাত্রা যোগ করলেন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার প্যাট কামিন্স। তাঁর নবতম সিদ্ধান্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ইমেজের পক্ষে বড়সড় ধাক্কা।

ক্রিকেটারদের মধ্যে কামিন্সই প্রথম ঘোষণা করেছিলেন, ভারতে কোভিড আক্রান্তদের সাহায্য করতে তিনি ৫০ হাজার ডলার দেবেন। মত পালটে সোমবার তাঁর নতুন ঘোষণা, ওই অর্থ তিনি আর ভারতে পিএম কেয়ার্স ফান্ডে দেবেন না। দেবেন ইউনিসেফ অস্ট্রেলিয়াকে। ভারতে সেই অর্থ আসবে তাদের মাধ্যমেই।

কামিন্স যেমন এদিন ঘুরিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদিকে বিদ্রুপ করলেন, একইদিনে প্রাক্তন অজি ক্রিকেটার মাইকেল স্লেটারও সেদেশের প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসনকে চাঁছাছোলা ভাষায় আক্রমণ করেছেন। ভারত থেকে নাগরিকদের দেশে ফেরার উপর প্রধানমন্ত্রী নিষেধাজ্ঞা জারি করায় বেজায় চটেছেন স্লেটার। কারণ, অস্ট্রেলিয়ার যাঁরা আইপিএলের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের মধ্যে বেশকয়েকজন দেশে ফিরতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মরিসন স্পষ্ট জানিয়েছেন, ভারতে থেকে ট্রাভেল ব্যান থাকায় দেশে ফেরার ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হবে। সেই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে স্লেটার বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী, আপনার হাতে রক্তের দাগ লেগে থাকবে। যদি সরকার নাগরিকদের খেয়াল রাখত, তাহলে সত্বর দেশে ফেরার ব্যবস্থা করত। এই অবহেলা লজ্জাজনক। এমন ব্যবহার করার সাহস হয় কি করে? আইপিএলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অনুমোদন দিয়েছিল সরকার, এখন তারাই পিঠ দেখাচ্ছে। আপনার কোয়ারান্টিন ব্যবস্থা কি তাহলে ভেঙে পড়েছে?

স্লেটার সাহস দেখিয়েছেন। ভারতে বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীকে এমন কথা বললে কী পরিণতি হত বলা মুশকিল। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় সম্ভব। এটাই পার্থক্য।

দল ছাড়লেন স্টেইনম্যান, যেতে চান ব্রাইটও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ মে : চুক্তি নিয়ে টালবাহানার জের। একে একে দল ছাড়তে শুরু করেছেন লাল–হলুদের ফুটবলাররা। তবে এবার ধাক্কাটা এল বিদেশিদের দিক থেকে।

আগেই খবর ছিল ফের একবার এ লিগে ফেরার পথে মাতি স্টেইনম্যান। যা উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাঠকদের জানানো হয়েছিল মাসখানেক আগেই। শেষ পর্যন্ত সেই খবরেই সিলমোহর

পড়ল এদিন। এসসি ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে থাকা দুই বছরের চুক্তি ভেঙে বেড়িয়ে গেলেন তিনি। সম্ভবত তাঁর পুরোনো ক্লাব ওয়েলিংটন ফিনিক্সে যোগ দিতে পারেন তিনি। আগেই তারা যোগাযোগ করেছিল স্টেইনম্যানের সঙ্গে।

তবে এটা পরিষ্কার, যেখানেই যান না কেন, শুধুমাত্র আর্থিক কারণে চলে যাননি তিনি। এই মরশুমে এসসি ইস্টবেঙ্গলে থাকলেও হয়তো তাঁর বেতন বৃদ্ধি নিশ্চিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে ক্লাবের সঙ্গে বিনিয়োগকারীদের যে ঝামেলা পাকিয়ে উঠেছে চুক্তিকে ঘিরে, তা নিয়ে চিন্তায় এখন সব ফুটবলারই। কারণ কবে এই ঝামেলা মিটবে, আদৌ মিটবে কি না তা পরিষ্কার নয় কারও কাছেই। বিনিয়োগকারীদের তরফেও পরিষ্কার করে ফুটলারদের কোনও বার্তা দেওয়া হচ্ছে না। শুধুমাত্র মৌখিকভাবে অপেক্ষার কথাই বলা হচ্ছে। এসব কারণেই কোনও ভালো প্রস্তাব পেলে আর ফুটবলাররা থাকতে চাইছেন না। ভারতীয় ফুটবলারদের মধ্যে আগেই বেঙ্গালুরু এফসিতে চলে গিয়েছেন সার্থক গলুই। এবার বিদেশিদের মধ্যে দল ছাড়লেন স্টেইনম্যান।

তালিকাটা এখানেই থেমে থাকছে না। চলে যাওয়ার পথে ব্রাইট এনুবাখারেও। তিনিও বিনিয়োগকারীদের জানিয়েছেন, দ্রুত তাঁর সঙ্গে চুক্তি না করলে তিনিও আর বেশিদিন বসে থাকবেন না। কারণ তাঁর কাছে বেশ কিছু ক্লাবের প্রস্তাব রয়েছে। তবে আশার কথা এটাই, এরই মধ্যে রিলায়েন্সের সঙ্গেও আলোচনা শুরু হয়েছে ক্লাব ও বিনিয়োগকারী দুই পক্ষেরই। তার থেকে আগামী দিনদশেকের মধ্যেই কোনও সমাধানসূত্র বেরিয়ে আসতে পারে বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন জলপাইগুড়ির এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ির বাসিন্দা

বিনিরাম ওরাম কে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 11.03.2021 তারিখের ড্র তে 48L 01510 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। কোটিপতি হওয়ায় বিজয়ী খুবই উৎসাহিত। বিনিরাম বললেন ,"কোটিপতি হব তা আমি স্বপনেও ভাবিনি। আমার স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে, এর জন্য ডিয়ার লটারিকে আমার অনেক ধন্যবাদ। এবার আমি আমার পরিবারের উন্নতির জন্য এবং ভবিষ্যতের সঞ্চয়ের জন্য এই অর্থ ব্যবহার করব।" ডিয়ার লটারি মানুষের জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। ডিয়ার লটারি ৭০০-এর বেশি কোটিপতি তৈরি করেছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই ডিয়ার লটারির টিকিট কেটে লাভবান হচ্ছেন। ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখা যায়।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী– ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১, ফোন : ২২৪৩–৫৬৬৩, ২২১০–১৮২০/১২০১, ফ্যাক্স : ০৩৩–২২৪৩–৫৬১৮, ২৪১৯২৩৫৮। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি– ৭৩৫১০১, ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার– ৭৩৬১০১, ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার–৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা– ৭৩২১০১, হোয়াটসঅ্যাপ : ৮৫৮৪৮৮৩২৫৯, ফোন : ০৩৫১২–২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস), ফ্যাক্স : ২২১৬৯৪। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ২৫২৬৬৩৫, অফিস : ২৫২৯৬৬১, ২৫২৬৯৯৯ ও ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, রিপোর্টিং : ২৫২০০০৩, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। ফ্যাক্স : ০৩৫৩–২৪৩৪৪৪৫/২৫২৯৬৬০।
Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D–03/2003–08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com uttarbanga@indiatimes.com Website : http://www.uttarbangasambad.in